দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 12 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৯

খাগড়াছড়িতে শিক্ষক নিয়োগে বাণিজ্যের অভিযোগ

কর্তৃপক্ষকে লিগ্যাল নোটিশ

রফিকুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি ●

খাগড়াছড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে গত ৪ সেপ্টেম্বর পরীক্ষার্থী রিতা চাকমার পক্ষে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান অ্যাডভোকেট মো. আবদুল মমিন। একই অভিযোগে গত রবিবার সকালে বাঙ্গালী ছাত্র পরিষদের ব্যানারে শহরের চেঙ্গী স্কয়ারে মানববন্ধন ও টঙ রেস্টুরেটে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বাণিজ্য বন্ধের দাবি জানান। শিক্ষক নিয়োগে বাণিজ্যের ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতারাও। নিয়োগ বাণিজ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদের কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য জড়িত বলে অভিযোগে জানা যায়।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় প্রাক-প্রাথমিক ও শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি পিইডিপি ৩-এর অধীনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে এবং অন্য রাজস্ব খাতে এ সব শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। জেলার প্রায় ৩৯২টি শূন্য সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা পদের মধ্যে ৩৫৮টিতে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা গত ২৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সদরের ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ হাজার ২৮৩ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণের কথা থাকলেও অংশ নেন ২ হাজার ৯৩৬ জন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, মেধাবীদের বাদ দিতেই শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার দিনে শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ঠিক করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষায় খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ মাত্র ৭১০ জনকে উত্তীর্ণ দেখিয়ে নোটিশ দেয়। পরীক্ষার্থী এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

খাগড়াছড়িতে শিক্ষক নিয়োগে বাণিজ্যের

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) সমাপ্তি চাকমা বলেন, লিখিত পরীক্ষাটি নিছকই প্রহসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে জন্য মাত্র দু-একজনকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য বাছাই করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাধন কুমার চাকমা জানান, সরকারি নিয়মানুযায়ী, যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় একটি পদের বিপরীতে ১ : ৩ বিধিতে মৌখিক পরীক্ষার্থী নির্বাচিত করতে হয়। তবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফাতেমা মেহের ইয়াসমিন জানান, উপজেলাওয়ারি কোটা সংরক্ষণের সুবিধার্থে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১:২ বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক চাকরি প্রার্থী জানান, গতবারও পরীক্ষায় ভালো করেছেন তারা। কিন্তু টাকা দিতে পারেননি বলেই চাকরি হয়নি। এখন ৭ লাখ থেকে ১২ লাখ টাকায় এক একটি শিক্ষক পদ বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

টানা তিনটি নিয়োগ পরীক্ষাতেই ভালো ফলাফল করা কয়েক প্রার্থী জানান, সংসদ সদস্য থেকে সবার কাছে ধরনা দিয়েছি। একজন মধ্যস্থতাকারী জানিয়েছেন, ৫ লাখ টাকার নিচে চাকরি হবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'জাবারাং কল্যাণ সমিতি'। প্রতিষ্ঠান প্রধান মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকরা ভালো না হলে শিশুরা ছোট থেকেই দুর্বল মানসিক ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে। এক সময় তারা শিক্ষিত বেকার, অদক্ষ মানবসম্পদ হওয়াসহ নানা সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়বে। টিআইবি পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. সুধীন কুমার চাকমা খাগড়াছড়িতে শিক্ষক নিয়োগের নামে ওপেন সিক্রেট টাকার খেলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জেলা পরিষদের এমন অনিয়মের পরিবর্তন ঘটানোর আহ্বান জানান। অন্যথায় জনবিক্ষোভের জন্ম হতে পারে বলেও আশঙ্কা করেন তিনি। শিক্ষাবিদ ধর্মরাজ বড়ুয়া অভিযোগ করেন, আগেই ফাঁস হওয়া প্রশ্নে লিখিত পরীক্ষায় কী আর যোগ্যতার প্রমাণ মিলবে। তিনি জেলা পরিষদের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অস্বচ্ছ ও অনিয়মের মেধা যাচাই বলেও উল্লেখ করেন। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) জেলা সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, শিক্ষকের মতো পেশার চাকরিতে বেচাকেনা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ ব্যাপারে জেলা পরিষদ সদস্য ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আহ্বায়ক মং ক্য চিং চৌধুরী বলেন, অত্যন্ত স্বচ্ছতার মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই। এর চেয়ে ভালো মানের নিয়োগ পরীক্ষা আর সম্ভব নয়।